গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
অর্থ মন্ত্রণালয়
অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ
শের-ই-বাংলা নগর, ঢাকা।

প্রেস বিজ্ঞপ্তি

৩০ জুন ২০১৫, মঙ্গলবার

আজ মঙ্গলবার, ৩০ জুন, ২০১৫ তারিখ বিকেল ৪:০০ টায় বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক 'Financial Sector Support Project (FSSP)'-শীর্ষক প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য বাংলাদেশ সরকার এবং বিশ্বব্যাংক-এর মধ্যে ৩০০.০০ (তিন শত) মিলিয়ন মার্কিন ডলারের একটি ঋণচুক্তি শের-ই-বাংলা নগরস্থ অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগের এনইসি-২ সম্মেলন কক্ষে স্বাক্ষরিত হয়। বাংলাদেশ সরকারের পক্ষ থেকে অর্থ মন্ত্রণালয়ের ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ উক্ত প্রকল্পের উদ্যোগী বিভাগ হিসেবে কাজ করবে। বাংলাদেশ সরকারের পক্ষে অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগের সিনিয়র সচিব জনাব মোহাম্মদ মেজবাহউদ্দিন এবং বিশ্বব্যাংকের পক্ষে Ms. Christine E. Kimes, Acting Country Head, World Bank Dhaka Office ঋণচুক্তিতে স্বাক্ষর করেন। তাছাড়া, বাংলাদেশ ব্যাংক-এর নির্বাহী পরিচালক জনাব মো: আহসান উল্লাহ এবং বিশ্বব্যাংকের Acting Country Head যথাক্রমে বাংলাদেশ ব্যাংক এবং বিশ্বব্যাংকের পক্ষে প্রকল্প চুক্তি স্বাক্ষর করেন। সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/সংস্থা এবং বিশ্বব্যাংকের উর্দ্ধতন কর্মকর্তাবৃন্দ উক্ত চুক্তি স্বাক্ষর অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন।

প্রস্তাবিত প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হলে দেশের রপ্তানি ও ম্যানুফ্যাকচারিং খাতে দীর্ঘ-মেয়াদি ঋণের সুবিধা সম্প্রসারণ, আর্থিক খাতের সুপারভিশন ও রেগ্যুলেশন ক্ষমতা আরও শক্তিশালীকরণ, আর্থিক-মধ্যস্থতা কার্যক্রমের পদ্ধতিগত মানোন্নয়ন এবং মূলধন সঞ্চয়ন বৃদ্ধি করা সম্ভব হবে, যা আর্থিক খাত শক্তিশালী করার মাধ্যমে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ত্বরান্বিত করবে। ভবিষ্যৎ প্রবৃদ্ধি ও কর্মসংস্থানের চালিকাশক্তি হিসেবে বিবেচিত উৎপাদনশীল ফার্ম বিশেষতঃ মাঝারি আকারের রপ্তানিমুখী ফার্মসমূহে ঋণ-প্রবাহ বৃদ্ধির মাধ্যমে প্রকল্পটি রপ্তানি প্রবৃদ্ধি, কর্মসংস্থান সৃষ্টি এবং ম্যানুফ্যাকচারিং খাতে উচ্চ প্রবৃদ্ধি অর্জনসহ নিম্ন-বিনিয়োগজনিত (Under-investment related) ক্ষতি হ্রাস করবে। প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হলে সার্বিকভাবে আর্থিক খাত আরও শক্তিশালী হবে, যা আর্থিক খাতের স্থিতিশীলতা নিশ্চিত করাসহ আর্থিক মধ্যস্থতা কার্যক্রমের উন্নয়নের মাধ্যমে অন্তর্ভুক্তিমূলক অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জনে সহায়তা করবে।

এ প্রকল্পের মুখ্য প্রকল্প উন্নয়ন উদ্দেশ্য (Project Development Objective-PDO) হ'ল আর্থিক খাতের অবকাঠামোগত উন্নয়ন সাধন, বাংলাদেশ ব্যাংকের নিয়ন্ত্রণমূলক এবং পরিদর্শন ও পর্যবেক্ষণমূলক সক্ষমতা বৃদ্ধি এবং বেসরকারি খাতে দীর্ঘ-মেয়াদি ঋণের সুবিধা বৃদ্ধি করা। ৫ বছর ৯ মাস মেয়াদে (১ জুলাই ২০১৫ থেকে ৩১ মার্চ ২০২১ পর্যন্ত) বাস্তবায়িতব্য প্রকল্পটির মোট ব্যয় ধরা হয়েছে ৩৫০.০০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার। তন্মধ্যে IDA ৩০০.০০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার ঋণ হিসাবে প্রদান করবে; অবশিষ্ট ৫০.০০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার (প্রকল্প বাস্তবায়ন ব্যয়সহ) বাংলাদেশ ব্যাংক কাউন্টারপার্ট ফান্ড হিসেবে প্রদান করবে। প্রস্তাবিত প্রকল্পের অঙ্গভিত্তিক সম্ভাব্য ব্যয় নিম্নরূপ:

কম্পোনেন্ট ১: আর্থিক বাজার সংশ্লিষ্ট অবকাঠামো শক্তিশালীকরণ (৫০.০০ মি: মা: ডলার; তন্মধ্যে আইডিএ ৪০.০০ মি: মা: ডলার);
কম্পোনেন্ট ২: আর্থিক খাতের নিয়ন্ত্রক সংস্থার সক্ষমতা বৃদ্ধি (৫.০০ মি: মা: ডলার; তন্মধ্যে আইডিএ ৪.০০ মি: মা: ডলার);
কম্পোনেন্ট ৩: দীর্ঘ-মেয়াদি ঋণ/অর্থায়নে সহায়তা (২৯২.৫০ মি: মা: ডলার; তন্মধ্যে আইডিএ ২৫৪.০০ মি: মা: ডলার); এবং
কম্পোনেন্ট ৪: প্রকল্প ব্যবস্থাপনা ও পরিবীক্ষণ (২.৫০ মি: মা: ডলার; তন্মধ্যে আইডিএ ২.০০ মি: মা: ডলার)।

উপর্যুক্ত ঋণের Disbursed Amount-এর ওপর বিশ্বব্যাংককে বার্ষিক ০.৭৫% হারে সার্ভিস চার্জ প্রদান করতে হবে। এ ঋণের অর্থ ৬ (ছয়) বছরের গ্রেস পিরিয়ডসহ ৩৮ (আটত্রিশ) বছরে পরিশোধ করতে হবে। বর্তমানে বিশ্বব্যাকেরর ঋণের ওপর কোন কমিটমেন্ট চার্জ নাই।

(এ. এইচ.এম. জাহাঙ্গীর)
উপ-প্রধান